অগ্নিঋষি

অভিজিৎ চৌধুরী

পুনশ্চ

ইংরেজি সন ১৯০৬। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল হল শহর। কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সেই জোয়ারের ঢেউ এসে লাগল।

এক তরুণ যুবক জওহরলাল নেহরু রীতিমতন বিভ্রান্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবিধি নিয়ে। ভারতবর্ষ জুড়ে নতুন করে মাথা তুলছে বর্ণ-বিদ্বেষ, সম্প্রদায়গত বিভেদ। বিশেষ করে হিন্দু ব্রাহ্মণেরা কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদের ছায়াকেও পাপ বলে মনে করেন। তরুণটির এক বৈজ্ঞানিক মন আছে। এই কুযুক্তি, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার নতুন লড়াই শুরু হয়েছে কংগ্রেসের তরুণ প্রজন্মদের মধ্যে। নরমপন্থী ও চরমপন্থী এর মধ্যে চরমপন্থায় আকৃষ্ট হচ্ছেন নব্য-যুবকেরা।

এর ঠিক সামান্য আগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন কাটিয়ে আসা এক যুবক। নাম অরবিন্দ ঘোষ। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হলেন। একই সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ। এছাড়াও নরমপন্থীদের বিশেষ উদ্যোগে বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ। অরবিন্দ ঘোষ কারিগরি বিদ্যার শিক্ষা নিয়ে অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর বক্তব্য আকৃষ্ট করছিল চরমপন্থীদের। তিনি বিভিন্নভাবে যা বললেন তা হল শিক্ষার মূল্য, উদ্দেশ্য হল সাংস্কৃতিক জমি তৈরি করা। সেই জমির ফসল হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

১৯০৫ এ বারাণসীর কংগ্রেস অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ভাই বারিন ঘোষের মাধ্যমে তিলকের সঙ্গে সংযোগের একটি সেতু নির্মাণ করতে চাইছিলেন।

মতিলাল নেহরুর মতো নেতারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে বেশ দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর পছন্দের তালিকা বিচার করলে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত ইংরেজ। দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়িতে কংগ্রেসের সভা বসল। বড়োলাটের সচিব ডানলপ স্মিথকে কংগ্রেসের আন্দোলনের গতিবিধির কর্মসূচির সবটাই জানাতেন মহারাজা।

তীব্র বাদানুবাদ শুরু হল। সেখানে নরমপন্থীরা প্রায় কোনঠাসা। ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন অরবিন্দ ঘোষ। এটাও একটা নরমপন্থীদের ওপর মানসিক চাপ তৈরির কৌশল। তিলক কংগ্রেসের সভার অভ্যন্তরেই পালটা সভা করছেন চরমপন্থীদের নিয়ে। দাদাভাই নরোজি 'স্বরাজ' শব্দটা উচ্চারণ করতে বাধ্য হলেন।

একটি নিভৃত কক্ষে মিলিত হয়েছেন অরবিন্দ ঘোষ কিছু তরুণ সহযোগীকে নিয়ে।

পণ্ডিচেরীতে একান্ত আধ্যাত্মিক মনন ব্যাহত হয় পুরোনো সময়ের স্মৃতির দমকা হাওয়ায়।

বারিন বললেন,

দাদা, কংগ্রেসকে দিয়ে কিছু হবে না। 'স্বরাজ' মানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

হাসলেন অরবিন্দ।

বললেন,

১৮৮৫ থেকে কংগ্রেস ২১ বছরে হোমরুল, স্বায়ত্বশাসন বলতেও ভয় পাচ্ছে।

বারিন বললেন,

তিলক কিন্তু অন্যরকম চাইছেন। লালা লাজপৎ রায়, মতিলাল নেহরুর মতো চরমপন্থীরা পূর্ণ স্বরাজ চাইছেন।

অরবিন্দ বললেন,

কংগ্রেসের বৈঠক হচ্ছে দ্বারভাঙা মহারাজার বাড়িতে।

বারিন বললেন,

মতিলাল নেহরু কিন্তু বলেছেন চরমপন্থীরা মানে বাঙালি Daily Babus! এঁরা আনবেন স্বাধীনতা!

চোখ দুটো জ্বলে উঠল অরবিন্দ ঘোষের।

বারিন এবার বললেন,

দাদা, হেম এসেছে মেদিনীপুর থেকে।

খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল অরবিন্দ ঘোষের মুখ।

বছর কয়েক আগে রাধানগর গ্রামে গেছিলেন অরবিন্দ। মেদিনীপুর-উড়িষ্যার প্রান্ত-সীমায় এই গ্রাম। মেদিনীপুর কলেজে ল্যাবরেটরি সহায়কের কাজ তখনও করছেন হেমচন্দ্র। রসায়ণ-বিদ্যায় চমৎকার দখল রয়েছে।

অরবিন্দ প্রসন্ন মুখে দেখলেন হেমচন্দ্রকে। গায়ের রং বাদামি, শ্মশ্রুতে সামান্য সাদা ভাব এসেছে।

মজা করে বললেন,

হেম, অসময়ে যৌবনকে হারাচ্ছ না তো!

হেমচন্দ্র কানুনগো প্রণাম করলেন অরবিন্দ ঘোষকে। এই মানুষটিকে তিনি দেবতা বলে ভাবেন যদিও কিশোর বয়সে পড়া বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ তাঁর এখন আর ভালো লাগছে না।

অরবিন্দ এবার বারিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, হেম, সত্যেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ওদের নিয়ে বছর চারেক আগেই অনুশীলন সমিতি গঠন করি।

বারিনের ভালো লাগল না। দাদা অকারণে তাঁর কাছেও বিষয়টি গোপনে রেখেছিলেন।

বারিন হেমকে বললেন,

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তোমার হয়েছে!

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন হেম—

হ্যাঁ।

শাসকের পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা তোমার রয়েছে!

হেম শান্ত অথচ দীপ্ত স্বরে বললেন,

হয়েছে।

'গীতা' ছুঁয়ে তুমি শপথ করেছিলে!

এবার বজ্র-কঠিন গলায় হেম বললেন,

আমি 'গীতা' মানি না, তবে দেশজননীকে প্রণাম করি।

বারিন বললেন,

দাদা—হেমচন্দ্র নাস্তিক!

অরবিন্দ ঘোষ ভাইকে ইশারায় চুপ করতে বললেন।

তারপর হেমকে বললেন,

তুমি প্যারিস কবে যাচ্ছ।

আজ যাচ্ছি।

অরবিন্দ বললেন,

অংকন শিখতে তো!

বলে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন অরবিন্দ।

হেম সংক্ষেপে বললেন, হ্যাঁ।

বারিন এবার বললেন,

তোমাদের মেদিনীপুরে স্বদেশ দ্রব্য বয়কট আন্দোলন বেশ জোরদার হচ্ছে কিন্তু সেখানে নরমপন্থীদের প্রভাব বেশি। ইংরেজ যে বিপ্লবের দ্বারা এই দেশ ছাড়তে পারে—সেই সংগঠন কোথায়!

হেম কথাটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন,

বন্দেমাতরম্।

রেগে গেলেন বারিন।

আমার কথাটা তোমার কানে গেল না।

অরবিন্দ ঘোষ হেসে বললেন,

বারিন—আমাদের গোপন সংগঠনের সব কথা এত খোলাখুলি হয় না।

এবার লজ্জা পেলেন বারিন।

স্কুল, কলেজের ছাত্রদের তৈরি করছেন সত্যেনদা।

অরবিন্দ বললেন,

তোমাদের ম্যাজিক লণ্ঠনের জোর কোলকাতার বিজলিবাতির চেয়ে বেশি। আমি জানি কোলকাতার চেয়ে মেদিনীপুরের সংগঠন অনেক শক্তিশালী।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদটা বাইরে রাখতেই হচ্ছে।

অরবিন্দ ঘোষ বললেন,

ঠিক।

হেম বললেন,

রুশ-জাপানের যুদ্ধের কথা বলছি।

অরবিন্দ বললেন,

ছাত্র-ভাণ্ডারের কি খবর!

স্বদেশি দ্রব্য বিক্রি রাখতে হচ্ছে আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে।

বারিন ফোড়ন কাটলেন,

দাদা—এই তোমার মেদিনীপুর অনুশীলনের কর্মকাণ্ড। গোখলে, দাদাভাই নরোজির অনুগামী সব।

হেমের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

অরবিন্দ এবার বারিন এবং অন্যান্যদের বাইরে যেতে বললেন।

হেম এবার বললেন,

দাদা, বেশ কিছু নতুন ছেলে এসেছে। রাতে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাও চলেছে কিন্তু আপনি সাবধান।

হাসলেন অরবিন্দ। বললেন,

দেশমাতৃকার সেবায় তোমরা সকলে আত্মদানে ব্রতী হয়েছ, সেখানে অরবিন্দ ঘোষও একজন সেবক। আলাদা কোনও মূল্য নেই।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম-মাফিক ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় গেলেন না। দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে কেটেছে তাঁর। শৈশবের খানিকটা বরোদায়, তারপর ফিরে এসেও বরোদায় কেটেছে কিছুদিন। তিলক, লালা লাজপত রায় এখনও সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নন। মহারাষ্ট্রের সাভারকর ভাইয়েরা গুপ্ত সমিতির কাজ চালাচ্ছেন তবে সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য বেশি। বোয়ের যুদ্ধে, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যে 'সিক্রেট সোসাইটি' চমৎকার কাজ করেছে। ভারতবর্ষও তো প্রস্তুত মনে হচ্ছে।

হেম বললেন,

দাদা, চার্লস টেগার্ট নতুন এস পি এসেছেন। এসেই স্পেশাল ব্রাঞ্চ তৈরি করেছেন। মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতির খবর সংগ্রহের জন্য নিজস্ব সিক্রেট সোসাইটি তৈরি করেছেন। অরবিন্দ সতর্ক হলেন।

তারপর বললেন,

কলসন সাহেব কি তবে চলে গেলেন!

হেম বললেন,

এখনও যাননি। টেগার্ট এসেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতোই ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ওপর জোর দিয়েছেন। জন্মসূত্রে আইরিশ কিন্তু যে কোনো রাষ্ট্র-বিরোধী বিপ্লবকে ঘৃণা করেন।

অরবিন্দ ঘোষ এবার বললেন,

টেগার্ট পুলিশ কমিশনার হবার আগে আমাদের সক্রিয় হতে হবে। ঢাকার অনুশীলন সমিতি কেমন কাজ করছে!

পুলিনবিহারী দাস এসেছিলেন কিন্তু তিনি স্বদেশি আন্দোলন, দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির বাইরে এগুতে চাইছেন না।

অরবিন্দ বললেন,

মুরারিপুকুরে সবাই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

বারিন এবার প্রবেশ করলেন, খুব অস্থির দেখাচ্ছিল ওঁকে।

হেমের দিকে তাকিয়ে তিনি সরাসরি বললেন,

এখনই তোমার প্যারিস যাওয়া হবে না।